৪৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...04 JAN 1997...
পৃঃ ৭ কলাম ৭ ......

১৯৯২ সালের পরীক্ষা হয়েছে '৯৫ সালে, '৯৭ সালেও ফল বেরোয়নি

ঢাঃবিঃ ব্যবস্থাপনা ও ভূগোল বিভাগ

।। কৈলাশ সরকার ।।

১৯৯২ সালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে, বছর গড়িয়ে ১৯৯৭ সাল শুরু হয়েছে, অথচ আজও পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি। একই সময়ে অন্য বিভাগের পরীক্ষা হলেও সেগুলোর ফল ঠিকই বেরিয়ে গেছে, আটকা পড়েছে মাত্র ২টি বিভাগের ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী। অসহায় এক অবস্থায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার দেয়ালে মাথা কুটে মরছে ৬ হাজার শিক্ষার্থী। চিত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি বিভাগের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজের মাষ্টার্স প্রিলিমিনারি (সনাতন পদ্ধতি) ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সেশনজটের কারণে ৩ বছর পর তা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের ফল বেরিয়ে গেলেও ব্যবস্থাপনা ও ভূগোল বিভাগের ফল আজও প্রকাশিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট বিভাগে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে গেলে শিক্ষকরা পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে কেউ দায়িত্ব স্বীকার করেননি। শিক্ষকরা একে অপরকে দোষারোপ করেন।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ, বিভিন্ন কাজে 'ব্যস্ত' থাকেন, তাই সময় দিতে পারেন না। তবে ৩/৪ দিন আগে ফলাফল প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল; কিন্তু হঠাৎ এক নোটিশ আসে যে, কিছু খাতা আবার নিরীক্ষণ করতে হবে। তাই এখনই ফলাফল প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। যাতে তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করা যায় সে ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলছে।

বিভাগীয় একজন শিক্ষক জানান, ফলাফল এতদিনেও প্রকাশিত না হওয়ার একটাই কারণ, তাহলো, সংশ্লিষ্ট কতিপয় শিক্ষকের অবহেলা ও গাফিলতি।

এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক

ফল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

ফল ঃ বেরোয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ, এ, এম বাকেরের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রী অনেক, তাছাড়া প্রশাসনিক বিভিন্ন জটিলতার কারণেই এ ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। একই সময়ে অন্যান্য বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগে এ অবস্থা কেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তার সাথে বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যও রয়েছেন এবং তারা চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এতদিনেও ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় তিনি 'দুঃখ' প্রকাশ করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আরো ধৈর্য ধরতে বলেন এবং শিক্ষকদের গাফিলতির কথা স্বীকার, করেন।

ভূগোল বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ জিয়াউস শামস হকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এটা একটা বাড়তি ঝামেলা। এ ঝামেলায় কেউ যেতে চায় না। কোন শিকক্ষক সহযোগিতা করতে চান না। তিনি বলেন, আমরাও এ কাজ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই, আমাদের দিয়ে জোর করে এ কাজ করানো হচ্ছে। তিনি দেরি হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, প্র্যাকটিক্যালে প্রচুর ঝামেলা, পরীক্ষা হয় বিভিন্ন জায়গায়, তাছাড়া, ৫০ ভাগ খাতা তৃতীয়বার নিরীক্ষণ করতে হয়। তিনি জানান যে, গত এক সপ্তাহ আগে ফলাফল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসে যোগাযোগ করা হলে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-৩ শামসুল হক ভুঁইয়া বলেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান দেশের বাড়িতে থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরীক্ষার খাতা দেখা এবং ফলাফল প্রকাশসহ যাবতীয় কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে সংশ্লিষ্টদের বিধি অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র বলেছে, সম্প্রতি কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়েছে, এর আগে তো সব বিভাগই দেখতো। তখন তো 'বাড়তি ঝামেলা' মনে হয়নি এ কাজকে। আসলে নানা বিভাগের 'বিশিষ্ট' শিক্ষকদের কেউ সরাসরি রাজনীতি, বক্তৃতা আর দল নিয়ে ব্যস্ত, নানা এনজিওর কন্সালট্যান্সি নিয়ে ব্যস্ত। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি আছে, বেতন আছে, কন্সালট্যান্সি আছে, পরীক্ষা নেয়ার খাতা দেখার টাকা নেয়া হয়েছে, কেবল দুর্ভোগ ছাত্রছাত্রীদের।

১৯৯২ সালের মাষ্টার্স পরীক্ষার্থী ১৯৯৭ সালে তারুণ্য-উত্তীর্ণপ্রায়। চাকরির জন্য দরখাস্তে এখনও লিখতে হয় 'মাষ্টার্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ'। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে মিছিল করেছেন, স্মারকলিপি দিয়েছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা গতকাল বলেন, 'আপনারা সাংবাদিকরা লিখেন আমাদের এ স্যারদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা, নীতিকথা, জাতির জন্য উপদেশ; কিন্তু এরা কতো বড় ফাঁকিবাজ, স্বার্থপর এবং হিপোক্র্যাট এই পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিষয়টিই তার প্রমাণ।' বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের মন্তব্য ঃ গত ২ বছর ধরে স্যারদের বাসায়, ডিপার্টমেন্টে ঘুরেছি কিন্তু 'সম্মানিত' শিক্ষকরা তাদের গাফিলতি, ফাঁকিবাজি ও ব্যর্থতার জন্য লজ্জাও বোধ করেন না। তারা বলেন, সন্ত্রাসীরা যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করেছে, তেমনি কতিপয় ফাঁকিবাজ ও দায়িত্বহীন শিক্ষকের কাছেও আমরা জিম্মি হয়ে পড়েছি। তারা বলেন, নামটা বলতে চাই না কারণ এখনও ফলাফল তাদের হাতে।